১২

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN 5 1999
পৃঃ ৪ কলাম ৫

বৃত্তিমুখী শিক্ষার স্বার্থে

ইংরেজ আমলে মেকলে প্রবর্তিত কেরানী তৈয়ারীর শিক্ষা ব্যবস্থা আজও দক্ষিণ এশীয় দেশগুলিতে প্রায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে স্বল্প শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরাও নিজেদের পারিবারিক পেশার প্রতি বিমুখ হইয়া সামান্য চাকুরীর আশায় হন্যে হইয়া বসিয়া থাকে। চাষী, তাঁতী, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, রাজমিস্ত্রী প্রমুখ পেশাজীবী পরিবারের শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা তাহাদের শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকে যদি পারিবারিক পেশায় যুক্ত থাকিয়া তাহার উন্নয়নে কাজে লাগাইত, তাহা হইলে গরীব মানুষ ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ায় অধিক আগ্রহ দেখাইতেন। এখন শিক্ষিত ঐ সব ছেলে-মেয়ে পিতা-মাতার ঐসব পেশা হইতে লব্ধ টাকায় ঐসব পেশার অপেক্ষা স্বল্প রোজগারের কোন কাজের আশায় নানা নিয়োগ সংস্থায় যাতায়াত করিয়া সময় ও অর্থ নষ্ট করিলেও পারিবারিক পেশার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। ভারতের বিভিন্ন খনি অঞ্চলে নিয়োজিত শ্রমিকরা নিজেদের বংশ-পরম্পরায় জ্ঞানে পাথর হইতে হীরা কিংবা ম্যাঙ্গানিজ সনাক্ত করিতে পারেন একজন খনি বিশেষজ্ঞর চাইতেও সহজে। কিন্তু দেখা যায় ঐসব পরিবারের ষষ্ঠ বা অষ্টম শ্রেণী পাস ছেলে-মেয়েরা এই কাজ পারিতেছে না। ইহার ফলে অভিজ্ঞ শ্রমিক কমিতেছে। আর শিক্ষিত বেকাররাও কাজ পাইতেছে না। তাই লেখাপড়াকে বৃত্তিমুখী করিতে হইবে, যাহাতে স্বল্প শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা পারিবারিক পেশার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও ঐসব পেশার উন্নতি সাধন করিতে পারে। বিষয়টি লইয়া সরকার ও বিশেষজ্ঞদের চিন্তা করা দরকার।

দীপালোক বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডাকঃ চুপী, জেলাঃ বর্ধমান, পিনঃ
৭১৩৫১৩,
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।